ইত্তেফাক

133

তারিখ ২৬/৮/৮১
পৃষ্ঠা……কলাম……

প্রেস ইন্সটিটিউটের ৫ বছর পূর্ণ হইল

বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের পাঁচ বছর পূর্ণ হইয়াছে।

সংবাদপত্র তথা গণযোগাযোগ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান এবং গণমাধ্যম-এর সমস্যা ও সম্ভাবনা লইয়া গবেষণা, পরিচালনা ও মাধ্যমসমূহের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ 'প্রেস ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মরত সাংবাদিক এবং গণযোগাযোগ কর্মীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দানই প্রেস ইন্সটিটিউটের কাজ।

১৯৭৬ সালের ১৮ই আগষ্ট সরকারের অধ্যাদেশে ঢাকায় একটি প্রেস ইন্সটিটিউট গঠনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইন্সটিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাদেশে বলা হয়ঃ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন বা কোন সরকারী ও স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ এবং সে সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য প্রকাশ, প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাকে পেশাগত প্রশ্নে পরামর্শ দান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গণযোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, মাইক্রোফিলম ইউনিটসহ একটি মর্গ এবং একটি সংবাদ তথ্য কেন্দ্র গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে সংবাদপত্র বিষয়ক কোন ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া এবং বাংলাদেশে সাংবাদিকতার মান উন্নয়েন প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া প্রেস ইনষ্টিটিউট কাজ করিয়া যাইতেছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনায় বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সংবাদপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগ এজেন্সিগুলিকে জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর করিয়া তোলাই ইনষ্টিটিউটের প্রধান কর্তব্য।

গঠন কাঠামো

বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউটের দুইটি বিভাগ রহিয়াছে। একটি প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন বিভাগ, অন্যটি গবেষণা ও তথ্য বিভাগ। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে একজন মহাপরিচালক এবং দুই বিভাগের দু'জন পরিচালক ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার প্রয়োজনে পরামর্শ, সুপারিশ, নির্দেশ প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রহিয়াছে একটি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাপনা বোর্ড। সংবাদপত্র পরিষদ, সম্পাদক সমিতি, সাংবাদিক ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠিত। দুই বছরের জন্য মনোনীত একজন চেয়ারম্যান এই বোর্ডের প্রধান। প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রেস ইনষ্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক জনাব আবদুল ওয়াহাব প্রেস ইনষ্টিটিউটের বর্তমান চেয়ারম্যান। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব এ, বি, এম, মুসা বর্তমান মহাপরিচালক।

প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন বিভাগ

কর্মরত সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমসমূহের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়নের সুবিধা দানে এই বিভাগটি নিয়োজিত। প্রেস ইনষ্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৯টি সেমিনার, ১০টি ট্রেনিং কোর্স ও ৫টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করিয়াছে। এইসব কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে সর্বমোট ৪৩৪ জন সাংবাদিক, গণসংযোগ অফিসার, তথ্য অফিসার, বেতার ও টিভি কর্মী, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপক এবং গণমাধ্যমসমূহের অন্যান্য কর্মী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এ পর্যন্ত ১৪টি ওয়ার্কশপ, কোর্স ও সেমিনারে ৪৩৪ জন সাংবাদিক ও গণযোগাযোগ কর্মী সর্বমোট ১৯৪ কার্যদিন ব্যয় করিয়াছেন। বিভিন্ন কোর্স, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে যেসব সিলেবাস বা পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় সেসবের কিছু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। যেমন মনে করা হয় যে, সাধারণভাবে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম-কর্মীদের দেশের সার্বিক অবস্থা, ইতিহাস, তথ্য, তত্ত্ব, ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও গৃহীত কর্মসূচী, পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা, ইনষ্ট্রাক্টরের সংখ্যাল্পতা, বিশেষজ্ঞদের দুর্লভ প্রাপ্তি ইত্যাদি নিত্যদিনের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউট খুব একটা পিছাইয়া নেই! প্রেস ইনষ্টিটিউটের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও তিনজন সার্বক্ষণিক ইনষ্ট্রাক্টর ছাড়াও সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিস (বিআইডিএস)-এর অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে শিক্ষক ও রিসোর্স পারসন হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন। গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞরাও প্রেস ইনষ্টিটিউটে মাঝে মাঝে কর্মশিবির পরিচালনা করিয়া থাকেন।

প্রেস ইনষ্টিটিউট উহার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া দেশের অন্যান্য স্থানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে। ইহার অন্যতম লক্ষ্য হইলঃ যাহাতে দেশের সাংবাদিক সমাজের বৃহত্তম অংশ গ্রামে-গঞ্জের সংবাদদাতারা প্রশিক্ষণের সুবিধা পাইতে পারেন উহার ব্যবস্থা করা।

গবেষণা ও তথ্য বিভাগ

উল্লেখযোগ্য, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংবাদপত্র ও গণ-মাধ্যমসমূহের বিভিন্ন উপাত্ত, তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন গবেষণা কর্মসূচী ও জরিপ প্রণয়ন এবং পরিচালন, তথ্যব্যাংক গঠন, সংবাদপত্র-সেবীদের জন্য 'ব্যাকগ্রাউণ্ড মেটেরিয়েলস' সরবরাহ ইত্যাদি কাজে ইনষ্টিটিউটের গবেষণা বিভাগটি নিবেদিত। ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা আয়-ব্যয় সম্পর্কে একটি জরিপও ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে। 'গণমাধ্যম জরিপ' নামে একটি কর্মসূচী এই বিভাগের সর্ববৃহৎ কর্মসূচী। প্রায় বাইশজন গবেষণাকর্মী এই জরিপ চালাইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদপত্র, বেতার, টিভি, চলচ্চিত্র, গণসংযোগ, টেলিফোন, বার্তা-সংস্থা, বিজ্ঞাপন এজেন্সির উপর এক ব্যাপক জরিপ চালানো হইতেছে।

প্রেস ইনষ্টিটিউটের মুখপত্র হিসাবে সংবাদপত্র এবং গণযোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যবহুল গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা 'নিরীক্ষা' প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন কারণে ইতিমধ্যেই পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার রহিয়াছে। সাংবাদিকতা, গণ-যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর হইতে চার হাজারেরও বেশী পুস্তক রহিয়াছে। গ্রন্থাগারের আর একটি আকর্ষণ বিষয়ওয়ারী ক্লিপিং ফাইল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর এ রকম ফাইলের সংখ্যা চারশত ছাড়াইয়া গিয়াছে। সাংবাদিক, গণযোগাযোগ কর্মী, এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে যাঁহারা গ্রন্থাগারের সুবিধা নিতে চান তাঁহাদের জন্য সকাল আটটা হইতে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত লাইব্রেরী সার্ভিস পাওয়া যায়। বিশেষ অবস্থায় অনুমতিক্রমে অন্য সময় বা অন্যভাবেও এই সার্ভিস পাওয়া যাইতে পারে।

ফিচার সার্ভিস

প্রেস ফাউণ্ডেশন অব এশিয়ার সহায়তায় জাতিসংঘ জনশাসন এসোসিয়েশনের অর্থানুকূল্যে প্রেস ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি "ডেপথনিউজ বাংলাদেশ" নামে একটি ফিচার সার্ভিস চালু করিয়াছে। এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজী ফিচার বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠানো হয়।

আধুনিক সরঞ্জাম

কারিগরি অগ্রগতির জন্য স্বভাবতঃই প্রেস ইনষ্টিটিউটের আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন। ইউনেস্কোর গ্রান্টের অধীনে কিছু যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই পৌঁছিয়াছে এবং আরো কিছু পৌছিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ সরকারী অনুদানে পরিচালিত। তবে বিভিন্ন কোর্সে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাঝেমধ্যে কিছু অর্থ যোগান দেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে প্রেস ইনষ্টিটিউটের একটি বৃহত্তর কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। এই বৃহত্তর কর্মসূচীর অধীনে নিজস্ব কমপ্লেক্সে নিজস্ব ছাপাখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও ইহাতে রহিয়াছে।

আজ হইতে পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউট যাত্রা শুরু করিয়াছিল। খ্যাতনামা সাংবাদিক আবদুস সালাম ছিলেন ইহার প্রথম মহাপরিচালক তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে প্রেস ইনষ্টিটিউট স্বল্পকালের মধ্যেই সংগঠিত হইতে পারিয়াছিল। আর ইনষ্টিটিউটের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুর্তাজা আলী। স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুইজনেই ছিলেন স্বনামধন্য। আজ দুইজনেই লোকান্তরিত। প্রেস ইনষ্টিটিউটের এই শুভলগ্নে তাঁহাদের কথাই বেশী মনে পড়িতেছে।